সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার চান্দুড়িয়া সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী শিশু শফিকুলকে[১] আটক করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার চান্দুড়িয়া ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার গরজলা গ্রামের পান্দাড়িয়া সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষদের মধ্যে বিভিন্নভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় তাঁরা নিয়মিতই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সীমান্ত পার হয়ে আসা-যাওয়া করেন। বাংলাদেশে এবং ভারতে কোন ধর্মীয়, সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলে তারা তাতে অংশগ্রহন করেন। এ ধরনের যাতায়াতের সময় দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরাই টাকার বিনিময়ে গ্রামের মানুষজনকে অবাধে সীমান্ত পারাপারের সুযোগ করে দেয়। কেউ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালেই তখন তাঁকে আটক করে থানায় সোপর্দ করা হয়। বাংলাদেশের চান্দুড়িয়া সীমান্ত ও ভারতের পান্দাড়িয়া সীমান্তটি ইছামতী নদী দিয়ে বিভক্ত। ভারতের পান্দাড়িয়া সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেয়া থাকলেও বিভিন্ন জায়গায় বেড়ার ভেতর দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। সেইসব পথ দিয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় উভয় দেশের মানুষ যাতায়াত করে।

১৯ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.৩০ টায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার চান্দুড়িয়া সীমান্ত থেকে শিশু শফিকুল (১৪) কে আটক করে নিয়ে যায়।

তথ্যানুসন্ধানে পরিবারের সদস্য ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায়, ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় শফিকুল স্থানীয় কিছু লোকের সঙ্গে বাংলাদেশের চান্দুড়িয়া সীমান্ত পার হয়ে যাত্রা দেখতে ভারতের গরজলা গ্রামে যায়। যাত্রা দেখা শেষে ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০টায় দলটি ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরছিল। এমন সময় বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে গরু ব্যবসায়ী মনে করে ধাওয়া করতে থাকে। সীমান্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছালে হঠাৎ একটি ছোট ডোবায় শফিকুল পা পিছলে পড়ে যায়। তখন বিএসএফ সদস্যরা তাকে সেখান থেকে আটক করে নিয়ে যায়। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ শফিকুল ভারতের ধোবা আশ্রম থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে ফেরত আসে।

বি.দ্র.- ভিকটিম পরিবারের অনুরোধে ভিকটিম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম গোপন করা হল।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে-

- শিশু শফিকুল এর আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- স্থানীয় প্রশাসন এবং
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

[১] ছদ্মনাম

শফিকুলের বাবা

শফিকুলের বাবা অধিকারকে জানান, তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে শফিকুল চতুর্থ। শফিকুল নবম শ্রেণির ছাত্র। দারিদ্রের সংসারে পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য চান্দুড়িয়া বাজারে শফিকুল কসমেটিকসের দোকান চালাত। ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৩.০০ টায় শফিকুল তার নিজের কসমেটিকসের দোকানে কাজ করতে যায়। রাত ১০.০০ টা বেজে গেলেও দোকান থেকে ফিরে না আসায় শফিকুলের বাবা চান্দুড়িয়া বাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও শফিকুলকে পাননি।

১৯ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় গ্রামে হৈচৈ শুনে ঘরের বাইরে গিয়ে গ্রামের লোকজনের কাছে জানতে পারেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) গরু ব্যবসায়ীদের ধাওয়া করেছে। এরপর তিনি শফিকুলের খোঁজ করেন কিন্তু তাঁর কোনো খবর না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। বিস্তারিত জানার জন্য রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় তিনি চান্দুড়িয়া বাজারে যান। বাজারে গিয়ে শোনেন যে, ভারতের একজন ঘাট মালিক বাংলাদেশের গরু ব্যবসায়ী দলের সদস্য এক ব্যক্তির কাছে খবর পাঠিয়েছে যে, শফিকুলকে বিএসএফ সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে। তারপর তিনি ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা তাঁর নানা শ্বশুরকে মোবাইল ফোনে বিএসএফ সদস্য কর্তৃক শফিকুলকে ধরে নেয়ার বিষয়টি জানান এবং শফিকুলকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। এরপরও শফিকুলকে ফিরিয়ে আনতে না পেরে দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় চান্দুরিয়া বিজিবি ক্যাম্পেপর কমান্ডার নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নানকে এই বিষয়টি জানান।

ছবি- ইছামতী নদী দ্বারা বিভক্ত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত

শফিকুলের মামা

শফিকুলের মামা অধিকারকে জানান, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় গ্রামে শোরগোল শুনে বাইরে গিয়ে গ্রামের লোকজনের কাছে জানতে পারেন, বাংলাদেশ থেকে কিছু লোক ভারতে যাত্রাপালা দেখতে গিয়েছিল এবং ফেরার পথে বিএসএফ সদস্যরা তাদের ধাওয়া করে। রাত আনুমানিক ৩.৩০ টায় তাঁর বোনের স্বামী তাঁকে শফিকুলের নিখোঁজের বিষয়টি জানান। তারপর তিনি নিজেও শফিকুলের খোঁজের জন্য ভারতে তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। পরে তিনি শফিকুলের বাবার কাছে জানতে পারেন শফিকুলকে বিএসএফ সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে। দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় তিনি ও শফিকুলের বাবা চান্দুড়িয়া বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) ক্যা◌েপর কমান্ডার নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নানকে এই বিষয়টি জানান। ১৯ ডিসেম্বর, ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৪.৩০ টায় চান্দুড়িয়া

ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নান পান্দাড়িয়া বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করেন। সেখানে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়, শফিকুলকে ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অতএব আইনী প্রক্রিয়া ছাড়া শফিকুলকে ফেরত দেয়া সম্ভব নয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, প্রত্যক্ষদর্শী-১

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শী-১ অধিকারকে জানান, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের আগে থেকেই সীমান্তের দুই দিকের মানুষদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় তাঁরা নিয়মিতই নিজেদের মাঝে যাতায়াত করেন। এমনকি ভারতে বা বাংলাদেশে কোনো বড় ধরনের গানের অনুষ্ঠান হলে দুদেশের মানুষই দল বেঁধে দেখতে যান। এই ধরনের যাতায়াতের সময় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ৩০০ টাকা এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ৫০০ টাকার বিনিময়ে গ্রামের মানুষজনকে অবাধে সীমান্ত পারাপারের সুযোগ করে দেয়। কেউ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালেই তাঁকে তখন আটক করে থানায় সোপর্দ করা হয়।

১৮ ডিসেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় তিনি ও শফিকুলসহ একটি দল তাঁদের কাছে টাকা না থাকায় বাংলাদেশের চান্দুড়িয়া সীমান্ত দিয়ে ইছামতী নদী সাঁতরে পাড় হয়ে ভারতের গরজলা গ্রামে যাত্রাপালা দেখতে যান। যাত্রাপালা দেখা শেষে ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০টায় তিনি ও শফিকুলসহ সেই দলটি ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরছিলেন। কিছুক্ষন পর বিএসএফ সদস্যরা তাঁদেরকে গরু ব্যবসায়ী মনে করে ধাওয়া করে। বিএসএফ-এর ভয়ে তিনি ও শফিকুল সীমান্তের দিকে দৌঁড়ে পালাতে থাকেন। সীমান্তের কাছাকাছি এসে শফিকুল একটি ছোট ডোবায় পা পিছলে পড়ে গেলে বিএসএফ শফিকুলকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তিনি চান্দুড়িয়া বাজারে এসে তাঁর পরিচিত কয়েকজনকে শফিকুলকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি জানিয়ে নিজ বাড়িতে চলে যান।

ছবি- বাংলাদেশের চান্দুড়িয়া সীমান্ত

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, প্রত্যক্ষদর্শী-২

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শী-২ অধিকারকে জানান, ভারত ও বাংলাদেশের চান্দুড়িয়া সীমান্তটি ইছামতী নদী দিয়ে বিভক্ত। ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১০.০০ টায় তিনি আরো কয়েকজনের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের চান্দুড়িয়া সীমান্ত দিয়ে ইছামতী নদী সাঁতরে পার হয়ে ভারতের গরজলা গ্রামে যাত্রাপালা দেখতে যান। ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.০০ টায় তিনি ও শফিকুলসহ আরো কয়েকজন বাংলাদেশে ফিরছিলেন। হঠাৎ বিএসএফ সদস্যরা তাঁদেরকে ধাওয়া করে। সবাই বিএসএফ-এর ভয়ে দৌড়ে পালাতে থাকে। শফিকুল সীমান্তের দিকে পালাতে থাকে

কিন্তু তিনি ও তাঁর সাথে থাকা কয়েকজন ভারতে থেকে যায় । এরপর সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে চলে আসেন।

বাংলাদেশে আসার পর তিনি গ্রামের লোকজনের কাছে জানতে পারেন, ১৯ ডিসেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ১.৩০ টায় শফিকুলকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে। দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় শফিকুলের বাবা চান্দুড়িয়া ক্যাম্প তাঁর ছেলের নিখোঁজের বিষয়টি জানান এবং বিকেল আনুমানিক ৪.৩০ টায় বিজিবি ও বিএসএফ-এর মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকের সময় তিনি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বৈঠকে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় শফিকুলকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক করে গাইঘাটা থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তাই আইনী ব্যবস্থা ছাড়া তাকে ফিরিয়ে আনা যাবেনা।

নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নান, চান্দুড়িয়া ক্যাম্প কমান্ডার, ৩৮ ব্যাটালিয়ন, সাতক্ষীরা

নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নান অধিকারকে জানান, ১৯ ডিসেম্বর ২০১২, দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় এক লোক তাকে এসে জানান যে, তার ছেলে ১৮ ডিসেম্বর ২০১২, মঙ্গলবার রাতে ভারতে যাত্রাপালা দেখতে গিয়ে বিএসএফ-এর কাছে আটক হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি খোঁজ নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, শফিকুল সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার ৭ নং চন্দনপুর ইউনিয়ন পরিষদের কাতপাড়া গ্রামের চান্দুড়িয়া সীমান্তের ১৭/৭ সাব পিলার এর ১১ রিভার পিলারের কাছ দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে গরজিলা গ্রামে যাত্রাপালা দেখতে গিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে বিএসএফ-এর হাতে আটক হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা পেয়ে তিনি লেফটেনেন্ট কর্ণেল আবু বাসির, আধিনায়ক, ৩৮ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা এর অনুমতি সাপেক্ষে ১৯ ডিসেম্বর ২০১২, বিকেল আনুমানিক ৪.৩০ টায় বিএসএফ-এর সঙ্গে একটি পতাকা বৈঠক করেন। বৈঠকে বিজিবি-এর পক্ষ থেকে ৫ সদস্যের দলের নেতৃত্ব দেন নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নান এবং ১৫২ বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে কোম্পানি ইন্সপেক্টর মনির আহমেদ ৫ সদস্যের দলটির নেতৃত্ব দেন। কোম্পানি ইন্সপেক্টর মনির আহমেদ বিজিবিকে জানান যে, শফিকুলকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার গরজলা গ্রামের পান্দাড়িয়া সীমান্ত দিয়ে গরু নিয়ে যাবার সময় আটক করা হয়েছে। শফিকুলের কাছে কোনো পাসপোর্ট ছিল না। তাই তাকে বিনা পাসপোর্টে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করায় আটক করে গাইঘাটা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। বিজিবির পক্ষ থেকে শফিকুলকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলে কোম্পানি ইন্সপেক্টর মনির আহমেদ বলেন তাঁদের কিছুই করার নেই। শফিকুলকে আইনী প্রক্রিয়ায় ছাড়িয়ে আনতে হবে।

ছবি- ইছামতী নদীর পাশে ১৫২ বিএসএফ ক্যাম্প

লেফটেনেন্ট কর্ণেল আবু বাসির, অধিনায়ক, ৩৮ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা

লেফটেনেন্ট কর্ণেল আবু বাসির অধিকারকে জানান, ১৯ ডিসেম্বর ২০১২, দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় চান্দুড়িয়া বিজিবি ক্যাম্প থেকে নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নান তাঁকে জানান শফিকুল নামে একটি ছেলে ভারতে যাত্রাপালা দেখতে গিয়েছিল। সেখানে ১৫২ বিএসএফ সদস্যরা তাকে আটক করেছে। তখন তিনি শফিকুলকে উদ্ধারের জন্য নায়েক সুবেদার আব্দুল মান্নানকে বিএসএফ-এর সঙ্গে পতাকা বৈঠক করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু শফিকুলকে উদ্ধার করা যায়নি কারণ, বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে পতাকা বৈঠকের আগেই ভারতীয় পুলিশের কাছে শফিকুলকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শিকদার আক্কাস আলী, ওসি, কলারোয়া থানা, সাতক্ষীরা

শিকদার আক্কাস আলী অধিকারকে জানান, কলারোয়া উপজেলার ৭ নং চন্দনপুর ইউনিয়ন পরিষদের কাতপাড়া গ্রামের চান্দুড়িয়া সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক শফিকুল নামে একটি ছেলেকে আটকের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। শিকদার আক্কাস আলী অধিকারকে আরও জানান, তিনি অধিকারের কাছ থেকেই প্রথম এই ঘটনাটি জানতে পেরেছেন। এখন তিনি এই ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেবেন এবং ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

অধিকার এর বক্তব্য

শফিকুল তাঁর ভারতীয় আত্মীয়দের প্রচেষ্টায় গত ২৮ শে জানুয়ারি ২০১৩ বাংলাদেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। অধিকারের বক্তব্য হলো, যেহেতু দুই দেশের সীমান্তবর্তী মানুষদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে তাই যে কোন অবস্থাতেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার্থে যাতায়াত করে থাকেন। তাই উভয় দেশের সরকারেরই দায়িত্ব হচ্ছে কিভাবে সহজেই বৈধ উপায়ে দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষ তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তাঁর বৈধ ব্যবস্থা করা।